স্বাধীনতার পর কোন শিক্ষানীতিই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি

আলোচনা সভায় বক্তাদের অভিমত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষানীতি সংক্রান্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত কোন শিক্ষানীতিই সবার কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপরে উঠে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারলে তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এমন শিক্ষানীতি প্রণীত হলে ভবিষ্যতে যেকোন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের তা পরিবর্তনের আশংকা থাকবে না। শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইআর) আয়োজিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া)' পর্যালোচনা বিষয়ক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। আইইআরের পরিচালক অধ্যাপক সালমা আখতারের সভাপতিত্বে সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. আব্দুল মালেক, অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ইকবাল আজিজ মুত্তাকী, অধ্যাপক আবুল এহসান, অধ্যাপক মোঃ জালাল উদ্দিন, অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল খান, অধ্যাপক হেদায়েত হোসেন, অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, অধ্যাপক অহিদুজ্জামান চান প্রমুখ। আলোচনা সভায় বক্তারা আরও বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সেক্যুলার ও গণমুখী শিক্ষার কথা বলা হলেও তা আসলে সংবিধান পরিপন্থী। এক্ষেত্রে সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দেয়া হলেও সংবিধানে সেক্যুলার শব্দটির উল্লেখ নেই। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি থেকে সেক্যুলার শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য আহ্বান জানান তারা। ড. আব্দুল মালেক বলেন, শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার এ ক্ষেত্রে সবার কাছে মতামত চেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব জাতীয় প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষানীতির মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবার মতামত গ্রহণের জন্যই এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।